



পুরভোটের রণকৌশল চূড়ান্ত বিজেপির, টিকিট পাবেন শুধু ‘স্বচ্ছ ও আদি’রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন নভেম্বর ২০২৬-এর কলকাতা ও হাওড়া পুরসভাকে কেন্দ্র করে নিজেদের নির্বাচনী প্রস্তুতি তুঙ্গে তুলল রাজ্যের শাসকদল বিজেপি। কোন কৌশলে পুরভোটে বিরোধী শিবিরকে টেকা দেওয়া যাবে, তা নিয়ে শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সেরে ফেলল রাজ্য গেরুয়া শিবির। এই বৈঠকেই দলের টিকিট বন্টন এবং নির্বাচনী জোট নিয়ে শুক্রবার একাধিক বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিনের বৈঠকের মূল চালিকাশক্তি ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসাল। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এই তিন শীর্ষ নেতাই আগামী পুরভোটের মূল রূপরেখা তৈরি করে দেন। সবচেয়ে বড় চমক এবারে দলীয় প্রার্থী

জোট না করে ‘একলা চলো’র ডাক



নির্বাচনের ক্ষেত্রে। গত বিধানসভা ভোটের মতো এবার আর অন্য শিবির থেকে আসা নেতাদের ওপর ভরসা করতে রাজি নয় বিজেপি নেতৃত্ব। এই বিষয়ে শীর্ষ নেতাদের স্পষ্ট বার্তা, দলের পুরনো, পোড়াখাওয়া এবং যাদের ভাবমূর্তি

এক্সেবোর স্বচ্ছ, আগামী নির্বাচনে শুধু তারাই প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পাবেন। যাদের গায়ে কোনো রকম দুর্নীতির কালি বা অভিযোগ লেগে রয়েছে, তাদের কাউকেই দল টিকিট দেবে না। এর মাধ্যমে মূলত তৃণমূল বা অন্য দল থেকে আসা নেতাদের জন্য প্রার্থী

পদের দরজা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হল বলেই রাজনৈতিক মহল মনে করছে। একই সঙ্গে স্পষ্ট করে দেওয়া হয় দলের নির্বাচনী অবস্থান। অকেজা জল্লাদ চললেও শেষ পর্যন্ত এনসিপিসিআই-এর সঙ্গে কোনো রকম আসন সমঝোতায যাচ্ছে না রাজ্য

বিজেপি। রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব সাফ জানিয়ে দেন, কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার সব কটি আসনেই দল একলা লাড়বে। কোনো জোটে না গিয়ে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তির ওপর ভর করেই আমরা মানুষের কাছে যাব।

যদিও নির্বাচনী নির্যট ও দলীয় সূচি অনুযায়ী, সব ঠিক থাকলে আসন্ন কালীপুজোর আগেই প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করে ফেলা হবে। অক্টোবর মাসের একদম শেষে অথবা নভেম্বর মাসের শুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নির্জেনদের দখলে রাখতে বিজেপি যে কোনো খামতি রাখতে চাইছে না, শুক্রবারের দলের সাংগঠনিক বৈঠকের এই কড়া রণকৌশল তার সব চেয়ে বড় উদাহরণ হয়ে থাকবে বলেই মনে করছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

প্রতিমা নিরঞ্জে অংশগ্রহণ বিষয়ে নিজেদের অবস্থান জানানেন সিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শারদোৎসবের আবহেই দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন এবং দেবীর পবিত্রতা রক্ষাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্ক তুঙ্গে। কারণ, বিসর্জনের সময় সনাতনী সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কেউ যেন প্রতিমা স্পর্শ না করেন, এমনটাই নিদান দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিতর্কিত এই মন্তব্যের জেরে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে তরজা তীর আকার ধারণ করে। একদিকে পুলিশ প্রশাসনের ব্যাখ্যা, অন্যদিকে বিসর্জনের মূল ধর্মীয় আচার ও ঐতিহ্য রক্ষায় কড়া পদক্ষেপের পক্ষে সওয়াল থিরে তোলপাড় লালবাজার থেকে রাজনৈতিক মহলে।



গত বুধবার কলকাতার বাবুঘাটে বিসর্জনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে গিয়ে মন্তব্যটি করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি স্পষ্ট জানান, সনাতনী ধর্মে যাদের আস্থা রয়েছে, তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ যেন দেবীর প্রতিমায় হাত না দেন। শুধু তাই নয়, ঘাটে উপস্থিত ব্যক্তিদের নাম নিখুঁত এবং তাদের সনাতনী পরিচয় চিহ্নিতকরণের বিষয়েও পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। এই চিহ্নিতকরণ কীভাবে সম্ভব, তা নিয়ে শুরু হয় নানা প্রশ্ন।

শুক্রবার লালবাজারে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে এই প্রসঙ্গে মুখ্য খোলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ। সিপি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, ‘এখানে পুলিশের কোনও সরাসরি ভূমিকা নেই। পুলিশের মূল কাজ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা। বিসর্জন পর্বে ঘাটে কাটা আসনেন বা আসবেন না, সেটা সংশ্লিষ্ট পূজা কমিটিগুলি ঠিক করবে।’ তবে একই সঙ্গে তিনি যোগ করেন, নির্দেশ পাওয়ায় পর নিয়মকানুন মেনে চলতে প্রতিটি পূজো কমিটিকে বার্তা দেওয়া হয়েছে। কে সনাতনী আর কে নন, তা কীভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব, এমন প্রশ্নের মুখে পড়ে

সিপি মন্তব্য করেন, ‘এই বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। আমরা পূজো কমিটিগুলিকে বিধি মেনে পূজো ও বিসর্জন সম্পন্ন করতে বলেছি। সনাতন পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে পূজো হতে পারে বলে আমার অন্তত জানা নেই।’ শুভেন্দু অধিকারীর এই দাবিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সোচ্চার হয়েছে বিরোধী দলগুলি। সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, ‘এই ধরনের বক্তব্য সংবিধানবিরোধী ও দেশবিরোধী। হিন্দু মৌলবাদকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে। কার কাছে তালিকা রাখা হবে কে সনাতনী আর কে নন? সনাতনী হওয়ার সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষমতা কারও নেই।’ অন্যদিকে, তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রদেশ করগ্রেনের তরফ থেকে জানানো হয়, ‘সংবিধান হাতে নিয়ে শপথ গ্রহণ করা ব্যক্তিদের মুখ থেকে এই ধরনের কড়া শোনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ভাষার তরফে বহুত্ববাদী চেতনায় আঘাত হানার জন্য বিধ্বার জানানো ছাড়া কোনও পথ নেই।’ পাশাপাশি তৃণমূল নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘আসলে হিন্দুধর্মের উদারতার গভীরতা অনেকেরই জানা নেই। এই

ধরনের সংকীর্ণ মানসিকতা নিয়ে সনাতন ধর্মকে বোঝা যায় না।’ তবে নিজের বক্তব্যের সপক্ষে যুক্ত পেশ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, এর নেপথ্যে কোনও সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগ নেই। দুর্গাপূজো শুধুই একটি উৎসব নয়, এর মূল ভিত্তি হল হাজার বছরের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও শাস্ত্রীয় পবিত্রতা। নিয়ম ও পরম্পরা অক্ষুণ্ন রাখতেই এই ধরনের বিধি মেনে চলা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এদিকে দেবীর বিসর্জনে যন্ত্রের ব্যবহার এড়াতে এবছর বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। লালবাজার সূত্রের খবর, প্রতিমার পবিত্রতা রক্ষার্থে ক্রেনের পরিবর্তে হাতে টানা ট্রলি ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুরো বিসর্জন প্রক্রিয়া নিরাপদে সম্পন্ন করতে রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের পাশাপাশি এনডিআরএফ জওয়ানদের কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে জানান। এই খবর পাওয়া মাত্রই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পদক্ষেপ করা হয়। নিরাপত্তা রক্ষীরা দ্রুত সংশ্লিষ্ট প্রবেশপথ বা গেটটি খালি করে দেন। খবর দেওয়া হয় বিমানবন্দর থানায় এবং বস স্ট্রোয়াডকে। এরপর বস

বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে প্রাত্যহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজের সময় সাফাইকর্মীরা একটি মহিলা শৌচালয়ে প্রবেশ করেন। সেই সময় টিন্য়ু পোপারের ওপর হাতে লেখা একটি ছোট চিরকুট তাঁদের নজরে আসে। তাতে নির্দিষ্ট একটি গেট নম্বর উল্লেখ করে স্পষ্ট ভাষায় লেখা ছিল যে, সেখানে বোমা রাখা আছে।



এই ধরনের হুমকি-বার্তা দেখতে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কর্মীরা। দেরি না করে তারা তৎক্ষণাৎ বিরাট বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে জানান। এই খবর পাওয়া মাত্রই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পদক্ষেপ করা হয়। নিরাপত্তা রক্ষীরা দ্রুত সংশ্লিষ্ট প্রবেশপথ বা গেটটি খালি করে দেন। খবর দেওয়া হয় বিমানবন্দর থানায় এবং বস স্ট্রোয়াডকে। এরপর বস

ডিসপোজাল স্ট্রোয়াড এবং সিআইএসএফ জওয়ানরা যৌথভাবে ওই নির্দিষ্ট গেট-সহ গোটা টার্মিনাল চত্বরে চিরনি তল্লাশি শুরু করেন। যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বিমানবন্দর চত্বরের অন্যত্রও কঠোর নজরদারি চালানো হচ্ছে। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, পৃথানুপৃথ তল্লাশি চালিয়েও এখনও পর্যন্ত সন্দেহজনক বা বিপজ্জনক কিছু উদ্ধার হয়নি। এটি নিছকই কোনও ভুয়ো আতঙ্ক নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনো অভিসন্ধি রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ ওই শৌচালয়ের দায়িত্বে থাকা সাফাইকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। কোন সময়ে ওই চিরকুটটি সেখানে রাখা হয়েছিল বা তার আগে-পরে করা ওই শৌচালয় ব্যবহার করছেন, তা চিহ্নিত করার চেষ্টা চলে। এর জন্য বিমানবন্দরের সিপি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা।

উল্লেখ্য, গত ৮ অক্টোবর ও কলকাতা বিমানবন্দরে বোমা থাকার

অস্ত্র-সহ কলকাতা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ মাওবাদী দম্পতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘদিনের সশস্ত্র অধ্যায়ের ইতি টেনে অবশেষে কলকাতা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন ঝাড়খণ্ডের সারান্ডার জঙ্গল সক্রিয় থাকা এক মাওবাদী দম্পতি। শুক্রবার সকালে কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দের কাছে একে-৪৭ এবং ইনসাস রাইফেল জমা দিয়ে তাঁরা মূল স্রোতে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আত্মসমর্পণকারী ওই নেতার মাথার দাম ঘোষণা করেছিল ঝাড়খণ্ড সরকার।



পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গল এবং মালতী, এই দু’জনেই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। মঙ্গলের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে এবং মালতী থাকতেন ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরে। পরবর্তী সময়ে তাঁরা ঝাড়খণ্ডে চলে যান। মঙ্গল প্রথমে দলমা এলাকায় এবং পরে সারান্ডার জঙ্গলে মাওবাদী কার্যকলাপে যুক্ত হন। ঝাড়গ্রাম ছেড়ে মালতীও পরে সারান্ডার চলে যান। গোয়েন্দাদের দাবি, সারান্ডা অঞ্চলে মাওবাদীদের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠায় ২০২৬ সাল থেকেই ওই এলাকা ছাড়তে শুরু করেন উগ্রপন্থীরা। সেই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১৩ জন সদস্যের নাম ছিল, যাদের অনেকেই বিভিন্ন সময়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন। সম্প্রতি ঝাড়খণ্ড থেকেই তিন জন ধরা পড়েন। এর আগে কয়েক মাস আগে কলকাতায় আত্মসমর্পণ করেন পুষ্পা এবং গ্রেপ্তার হন বেলনা। এ বার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন মঙ্গল ও মালতী। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ জানান, ২০১০

সালে মাওবাদী সংগঠনে যোগ দেন মঙ্গল। তৎকালীন শালবনিতে ‘জনসাধারণের কমিটি’র ব্যাপক সক্রিয়তার সময়েই তিনি উগ্রপন্থী শিবিরে নাম লেখান। ২০১১-১২ সালের পর তিনি ঝাড়খণ্ডে চলে যান। আত্মসমর্পণকারী এই মাওবাদী নেতা একসময়ে কুখ্যাত মাওবাদী নেতা কিষেনজির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলেও জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার। মূলত সারান্ডা কেন্দ্রিক এই দম্পতির বিরুদ্ধে ঝাড়খণ্ডে ছাতি থেকে সাতটি মামলা রয়েছে। ঝাড়খণ্ড পুলিশ মঙ্গলের মাথার দাম ৫ লক্ষ এবং মালতীর মাথার দাম ২ লক্ষ টাকা ধার্য করেছিল।

শুক্রবার আত্মসমর্পণের সময় মঙ্গল বলেন, ‘সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই আমরা সেই পথ ছেড়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসতে চাই। সেই কারণে আমরা এখানে এসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।’ অন্যদিকে, শুক্রবার দুপুরে ঝাড়গ্রামের এক জনসভায়

জঙ্গলমহলের অতীত পরিস্থিতির তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জঙ্গলমহলের বক্ষণা ও সম্ভ্রাসের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, ‘জঙ্গলমহল অনেক কষ্ট করেছে। জনসাধারণের কমিটি অত্যাচার করেছে। হাঁসদা, সোরেন, টুড়ু, মুর্মু, মাজি, মাঠাতা দেখলেই মাওবাদী স্ট্যাম্প লাগিয়ে যে অত্যাচার হয়েছে জঙ্গলমহলে, সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ সালে আমি লাগাতার লাড়াই করেছি। আমি ২০১২ সালে বিরহারিতে যে মিছিল করেছিলাম, তার পরেই এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল মাওবাদীরা।’

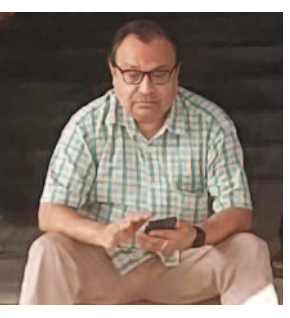
প্রসঙ্গত, গত জুন মাসে কলকাতা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন মাওবাদী নেত্রী পুষ্পা ওরফে শকুন্তলা, যিনি ২০০১ সাল থেকে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার আগের মাসেই ঝাড়খণ্ডের প্রবীণ মাওবাদী নেত্রী শ্রদ্ধা বিশ্বাস ওরফে বেলাকে উত্তর কান্ধীপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছিল কলকাতা পুলিশ।



সেজে উঠছেন ধনদেবী। উল্টোভাঙা দক্ষিণদাড়িতে অদिति সাহার তোলা ছবি।

গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা, আমহাস্ট স্ট্রিট থানায় কুণালের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর কলকাতার চোরবাগানের মর্মাস্তিক পদপিষ্টের ঘটনা এবং তার পরবর্তী রাজনৈতিক অভিযান্ত্রিক যেন খামরি নাম নিয়ে না। চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপূজো মণ্ডপে ১৯ জনের মৃত্যুর ঘটনায় শাসক বনাম বিরোধী শিবিরের সংঘাত যখন চরমে, ঠিক তখনই তিন বছরের পুরনো একটি মামলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের স্থানীয় নেতা কলিকট আমহাস্ট গ্রেপ্তার করল আমহাস্ট স্ট্রিট থানার পুলিশ। আর এই গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করেই শুক্রবার রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হয় আমহাস্ট স্ট্রিট থানা চত্বরে। পুলিশের বিরুদ্ধে ‘সাজনো মামলা’য় হয়রানির অভিযোগ তুলে থানার সামনে অবস্থানে বসে পড়েন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। এদিনকে, কুণালের থানায় থাওয়াকে কেন্দ্র করে সেখানে হাজির হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। সবমিলিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।



এরপরই সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়ে কুণাল লেখেন, ‘চোরবাগানের ঘটনায় প্রভাবশালী যোগ নিয়ে তৃণমূলের যারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে, প্রতিবাদ করছে, তাদের পুলিশ দিয়ে হয়রানি, পুরনো বা সাজনো মামলায় গ্রেপ্তার শুরু করেছে সরকার। জোড়াসাঁকো, আমহাস্ট স্ট্রিট থানা নেমে পড়েছে। এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। চোরবাগানে মাথাদেয়ে ছেড়ে পুলিশ প্রতিবাদীদের কণ্ঠরোধে নেমেছে।’ পাশাপাশি তার দাবি, এই মর্মাস্তিক ঘটনার আসল অপরাধী ও মাথাদের আড়াল করার চেষ্টা চলছে এবং যারা প্রতিবাদে মুখ খুলেছেন, তাদের অযথা হেনস্তা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, কুণাল ঘোষের এই অভিযোগকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়ে কটাক্ষ করেছেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ। তিনি সাফ জানিয়েছেন, আইন তার নিজস্ব গতিতে চলছে। কেউ অনায়া করলে তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ করা হবে। আর যদি কাউকে অনায়াভাবে ধরা হয়ে থাকে, তবে তা আদালত দেখবে।

পূজো কাটতেই ফের সাইক্লোনের ভ্রুকুটি বাংলার আকাশে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপূজো মিটেতে না কাটতেই ফের ঘনিয়ে আসছে সাইক্লোনের আশঙ্কা। মৌসম ভবন সূত্রে খবর, পূজো কাটতে না কাটতেই বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি শক্তিশালী নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে, যা পরবর্তীতে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলার আবহাওয়াতেও বড়সড় পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিচ্ছে হাওয়া অফিস।

উত্তর-পশ্চিম অতিমুখে অর্থাৎ ভারতের পূর্ব উপকূলের দিকে ভাগ্যলৈই এই নিম্নচাপ আরও শক্তি বৃদ্ধি করবে। যদিও এটি ঠিক কোন উপকূলভাগে আছড়ে পড়বে বা এর চূড়ান্ত রূপ কী হবে, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি আইএমডি। তবে পরিস্থিতির ওপর সতর্ক নজর রেখেছেন আবহবিদরা। এদিকে আইএমডি-র পূর্বাভাস বলছে, ২৪ অক্টোবরের মধ্যে এই ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হয়ে নিম্নচাপে এবং ২৭ অক্টোবরের মধ্যে গভীর নিম্নচাপে রূপ নিতে পারে। এরপর ২৬ অক্টোবর সকালের নাগাদ পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পরবর্তীতে তা আরও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের দিকে অগ্রসর হতে পারে। তবে লদীপূজো পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের



সমস্ত জেলাতেই মূলত শুষ্ক ও মনোরম আবহাওয়া বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই জানানো হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে। তবে ২৬ অক্টোবর সোমবারের পর থেকে আবহাওয়ায়

বদল আসবে। পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে ২৭ অক্টোবর, কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলের জেলাগুলিতে বইতে পারে দমকা হাওয়া। এরপর বুধবার, ২৮ অক্টোবর, দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকতে পারে।

উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎসহ এক-দু’পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। তবে, কলকাতা আপাতত দুর্গোৎসবের রেশ কটিলেও জাঁকিয়ে শীতের এখনও ঢের দেবি। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৪ ডিগ্রি বেশি। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় (৫৫ থেকে ৯৪ শতাংশ) বেলার দিকে কিছুটা ভ্যাপসা গরম ও অস্বস্তি অনুভূত হতে পারে। তবে পূজো কাটলেই মঙ্গলবার নাগাদ তিলোত্তমাতো বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না আবহাওয়া দপ্তর।

জন দূষণ প্রতিরোধে জোর প্রতিমা নিরঞ্নের পরই তোলা হল কাঠামো

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: কঞ্চা রাখলেন রাজোর পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অধিমিত্রা পল। দুর্গা পূজোর আগে অধিমিত্রা পল বলেছিলেন পরিবেশ বাব্ধ পূজো করতে হবে। তিনি বলেছিলেন, পূজো উদ্যোক্তাদের সাথে সাথে সরকারও এর প্রতি দায়বদ্ধ। তাই পূজোর দিনগুলিতে পরিচ্ছন্ন শহরের সঙ্গে প্রতিমা নিরঞ্জনের পর যাতে পুকুর বা অন্য জলাশয় দূষিত না হয় তার দিকে নজর রাখা হবে। দেখা গেল আসানসোল শহরের যেসব জলাশয়ে প্রতিমা নিরঞ্জন হয়েছে সেই সব জলাশয় থেকে নিরঞ্জনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মূর্তির কাঠামো তুলে নেওয়া হচ্ছে অন্তর্গত শতাধিক জলাশয় রয়েছে যেখানে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। এইসব জলাশয়ে দশমীর দিন থেকে



নিয়োগ করা হয় পৌরনিগমের অস্থায়ী কর্মীদের। তাঁরা প্রতিমা নিরঞ্জন থেকে শুরু করে নিরঞ্জনের পর প্রতিমার কাঠামো জলাশয় থেকে তোলার কাজ শুরু করে। বিগত দিনে প্রতিমা নিরঞ্জনের পর দীর্ঘদিন ধরে জলাশয়ে প্রতিমার কাঠামো পড়ে থাকায় জল দূষিত হয়। সেটা আর হবেনা। উল্লেখ্য,

শহরের প্রত্যেক জলাশয় যেখানে প্রতিমা নিরঞ্জন হয়, সেই সব জলাশয়ে দশমীর দিন থেকে আসানসোল পৌর নিগমের নিয়োগ করা হয় অস্থায়ী ঠিকা কর্মীদের। সেইসব ঠিকা কর্মীদের প্রতিমা নিরঞ্জনের সঙ্গে দ্রুত জলাশয় থেকে কাঠামো পরিষ্কার করতে দেখা গেলে।



ঘটলা থেকে চন্দ্রকোনা পর্যন্ত রেলপথের দাবিকে ক্ষীরপাই থেকে চন্দ্রকোনা পর্যন্ত বাইক র‍্যালি বিন্যাসগার রেলপথ মিশনের।

পূজোর সৃজনশীলতা ও উদ্যোগককে স্বীকৃতি আরামবাগের দুই বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দুর্গাপূজো মানেই বাঙালির আবেগ, ঐতিহ্য, সৃজনশীলতা ও সম্প্রীতির এক অনন্য মিলনক্ষেত্র। পূজোর কয়েকটা দিনকে কেন্দ্র করে মণ্ডপসজ্জা, প্রতিমা নির্মাণ, আলোকসজ্জা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিজেদের সৃজনশীলতার পরিচয় তুলে ধরেন বিভিন্ন পূজো কমিটির সদস্যরা। তাঁদের সেই নিরলস প্রচেষ্টা ও উদ্যোগকে স্বীকৃতি জানাতে বিশেষ উদ্যোগ নিলেন আরামবাগ মহকুমার দুই বিধায়ক। আরামবাগ ও পুরগুড়া বিধানসভার বিধায়ক হেমন্ত বাগ এবং বিমান ঘোষের যৌথ উদ্যোগে দুই বিধানসভার অন্তর্গত দুর্গাপূজো কমিটিগুলিকে প্রদান করা হলো ‘বিশেষ শারদ সন্মান ২০২৬’।

পূজো কমিটিগুলির সৃজনশীলতা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং পূজো আয়োজনের ক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ অবদানকে সম্মান জানাতেই এই উদ্যোগ বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। দুর্গাপূজোকে আরও সুন্দর, আকর্ষণীয় ও মানুষের কাছে আনন্দময় করে তুলতে যারা পর্দার আড়ালে থেকে নিরলস পরিশ্রম করেন, তাঁদের কাজকে সামনে তুলে ধরাই এই সন্মান প্রদানের অন্যতম উদ্দেশ্য। আরামবাগ ও পুরগুড়া, দুই বিধানসভা এলাকার দুর্গাপূজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরই সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। কোথাও ঐতিহ্যবাহী পূজার আবহ, কোথাও আধুনিক ভাবনার মণ্ডপসজ্জা, আবার কোথাও সামাজিক বার্তাকে সামনে রেখে পূজোর আয়োজন দর্শনাধীসের আকৃষ্ট করে। এই সমস্ত উদ্যোগের পিছনে থাকে পূজো কমিটির সদস্যদের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা, পরিশ্রম ও নিষ্ঠা। সেই কাজের যথাযথ স্বীকৃতি



সেই প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমকে সম্মান জানানো আমাদের দায়িত্ব। বিশেষ শারদ সন্মানের মাধ্যমে পূজো কমিটিগুলিকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি আগামী দিনে আরও সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পূজো আয়োজনের জন্য অনুপ্রাণিত করাই আমাদের লক্ষ্য।’ অন্যদিকে, পুরগুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, ‘দুর্গাপূজোকে ঘিরে মানুষের আবেগ ও উৎসাহের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মানুষের পরিশ্রম। পূজো কমিটির সদস্যরা নিজেদের সময়, শ্রম ও সৃজনশীলতা দিয়ে পূজোকে সর্বদা সুন্দর করে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁদের এই উদ্যোগকে স্বীকৃতি জানাতেই বিশেষ শারদ সন্মান ২০২৬ প্রদান করা হয়েছে।’

এসআইআর বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গুরুবার এসইউসিআই দলের কুবর সংগঠন এবং সিপিআইএমএল (লিবারেশন) দলের কুবর সংগঠন মৌখিকভাবে বন্য নির্বানি কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ, অগণতান্ত্রিক ও সংবিধান বিরোধী সমগ্র এনআইআর প্রক্রিয়া বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে বাঁকুড়া শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভার আয়োজন করে। সমায় অগ্রগামী কিষান সভা এবং অল ইন্ডিয়া কিষান মহাসভার পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে চট্টোচরণ মণ্ডল ও বাবলু ব্যানার্জি। এছাড়াও বক্তব্য

াসিত মণ্ডল। বক্তারা বলেন, ‘মুখ্য নির্বানি কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে পদত্যাগ করতে হবে এবং এসআইআর প্রক্রিয়া বাতিল করতে হবে। পাশাপাশি বাতিল হওয়া সমস্ত বৈধ ভোটারের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা ও এসআইআর বিরোধী আন্দোলনে প্রেপ্তার হওয়া সমস্ত নেতাকর্মীর নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে।’

সংগঠন গুলির পক্ষে দিলীপ কুণ্ড বলেন, ‘এদিন দিল্লির যশ্বরতমপুর-সহ সারা দেশব্যাপী জেলা সদর গুলিতে গণবিক্ষোভের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেইমত বাঁকুড়াতেও প্রতিবাদ সভা হয়।’

তৃণমূল কর্মীর মারে জখম বিজেপির বৃথ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: মাটির উনান তৈরিরকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মারে গুরুতর জখম বিজেপির বৃথ সভাপতি। আর এই ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করলেও এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন আগে হাওড়ার শ্যামপুরের বানেশ্বরপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর অরুণপুরের বৃথ সভাপতি (৩০০ নং বৃথ) গুরুপ্রসাদ সামন্তকে প্রতিবেদী তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী বলে পরিচিত বাপন প্রামাণিক, বলরাম প্রামাণিক-সহ কয়েকজন বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করে

পাশের পুকুরে ফেলে দেয়। এই ঘটনায় গুরু প্রসাদের চিংকারে আশপাশের লোকজন চুপে এসে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। পরে জানা যায়, তার হাত ভেঙে গিয়েছে। উল্লেখ্য, গুরু প্রসাদকে প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রসঙ্গত, একটি উনুন তৈরিকে কেন্দ্র করে এই অশান্তি বলে জানা গিয়েছে স্থানীয় সূত্রে। যদিও পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

তৃণমূলত্যাগী বিক্ষুব্ধ সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীকে নিয়ে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দুর্গাপূজোর মাঝে কার্যত বোমা ফাটলেন দলত্যাগী তৃণমূলের দুর্গাপ্ত প্রতাপী প্রাক্তন নেতা সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। মহাবর্মীরা দিনে ছবিটি ছড়িয়ে পড়া থেকে বিসর্জনের দিনে আলোচনার কেন্দ্র বিদ্রুতে ছিল এই ছবিটিই। অরূপ চক্রবর্তী সোসাল মিডিয়ায় একটি ছবি পোস্ট করে দিল্লির করোলবাগে দুর্গাপূজায় মেতে উঠেছেন বলে দেখিয়েছেন। বাঁকুড়া একসময় তার দাপটে কেউ মুখ খুলতে পারত না। তাকে অনুরত মণ্ডলের বাঁকুড়া সংরক্ষণ বলতেন অনেকেই। গত ২০২৬ নির্বাচনে জেলা ১২টি বিধানসভা কেন্দ্র বিজেপি বিপুল ভাগ পাওয়ার পর তৃণমূলেরদাপটে এই নেতা দিল্লিগালিয়ে যান। সে নিয়ে সেসময় বিতর্কের ঝড় ওঠে।

বিরোধীদের বক্তব্য ছিল, তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগে গ্রেপ্তার এবং ক্ষোভে জনতার ডল খেরাপির ভয়ে বাঁকুড়া ছেড়ে তিনি গিয়েছিলেন। সেসময় অরূপ চক্রবর্তীর ঘণিষ্ঠ তৃণমূলের দাবি ছিল, অরূপ তার সূত্ধ। তিনি চিকিৎসার জন্য দিল্লি গেছেন। তিনি শীঘ্রই ফিরে আসবেন। দিল্লিতে গিয়ে বিজেপি মন্ত্রী ও নেতাদের সঙ্গে

হাড়েয়ায় সিপিএম-বিজেপি সংঘর্ষ, থানায় অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়েয়া: বিজয়ার আন্দোলন অনুষ্ঠান থিরেই উত্তেজনা, তারপর হাতাহাতি ও মারপিটের অভিযোগ। উত্তর ২৪ পরগনার হাড়েয়ার গোপালপুর গ্রামের লেবুতলা এলাকায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সিপিএম ও বিজেপির সংঘর্ষের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সিপিএমের অভিযোগ, অনুষ্ঠানস্থল থেকে তাদের কর্মী-সমর্থকদের চলে যেতে বলা হয়েছে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বিবাদ চরমে ওঠে। ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে বলে দাবি। সিপিএমের তরফে হাড়েয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। বিজয়া দশমীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও রাজনৈতিক সংঘাতের ছায়া। হাড়েয়া থানার গোপালপুর গ্রামের লেবুতলা এলাকায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সিপিএম ও বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, অনুষ্ঠানে সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা উপস্থিত হলে তাঁদের সেখান থেকে চলে যেতে বলা হয়। তা নিয়েই প্রথমে দুপক্ষের

শ্রীরামপুরে গ্রেপ্তার ১৪ জন দুষ্কৃতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বৃহস্পতিবার রাতে পিয়ারাপুর এলাকা থেকে কেলোকে গ্রেপ্তার করা হয়। হুগলির শ্রীরামপুর থেকে কুখ্যাত দুষ্কৃতি রঞ্জিত সিং ওরফে কেলো-সহ মোট ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাঁশা পালিশদেহের পর থেকেই এই কুখ্যাত দুষ্কৃতি দীর্ঘদিন ধরে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছিল। তার বিরুদ্ধে খুন, ডাকাতি, তোলাবাজি ও হুমকি-সহ ২১টিরও বেশি গুরুতর অপরাধের মামলা রয়েছে। পূজোর দিনগুলিতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশের নজরদারি ও তত্ত্বাধি অভিযান জোরদার করা হয়েছিল। সেই বিশেষ অভিযানের ফলেই পুলিশের হাতে পড়ে কেনো। বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশের নাকা তল্লাশিতে একটি এসইউডি গাড়ি কেে উদ্ধার হয় একটি বৈআইনি আধোয়াস্ত্ৰ, দুটি তাজা কার্তুজ, ১০টি

তাজা বোমা এবং প্রায় দেড় লক্ষ নগদ টাকা। এছাড়া, দিল্লি রোড-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে আরও ১৩ জন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং পরিাব্র কঠোর হাতে দমন করতে এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও হবে।

তৃণমূল। তবে তার অনুগামীরা তখনও হাল ছাড়েননি। গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ লোকপালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এ এম খানউইলকরের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের বেঞ্চ তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি খারিজ করে দেন। তখন থেকেই অনুগামীরা অরূপাবুর বাঁকুড়ায় ফেরার আশায় দিন গুণছিলেন। তাদের অনেককে বলতে

শোনা যায়, পূজোর সময় অরূপ চক্রবর্তী জেলায় ফিরছেন। কিন্তু অরূপাবুর তা না করে দিল্লিতে আনন্দে পূজো কাটাচ্ছেন তার কিছু ছবি অনুগামী, পরিচিত ও সোশাল মিডিয়ায় ছেড়ে দেন। এতেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। জেলা রাজনীতি ওয়াকিবহাল মহলের মতে এই ফটো দিয়ে অরূপ চক্রবর্তী বৃখাতে চেয়েছেন যে দিল্লিতে

বিজেপির ছত্রছায়ায় তিনি নিরাপদে আছেন। এতে হতাশ হওয়া তার অনুগামীরাও। বৃহস্পতিবার তার অনুগামীদের অনেকেই বক্তব্য, নির্বাচনের পর থেকেই তার অনুপস্থিতি তাদের হতাশ করেছে। তার অনেক অনুগামীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এই দুর্দিনে তারা অরূপাবুকে পাশে পেল না।

	আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্তোপিয়া'র সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা, পিন-৭০০০১৭, মোবাইল নং ৮২৫০১৬৬৬৯৭ ওয়েবসাইট-www.idbibank.in, সিআইএন: L65190MH2004GOI148838		
পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)] দখল বিভ্রান্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)			
যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যাক্ট রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্সট্রেন্টস অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) এর অধীনে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্সট্রেন্ট (এনফোর্সমেন্ট) ক্লস ২০০১ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইন, ২০০২ এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নীচে অ্যাকটিভগুলির বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনসম্মত উত্তরাধিকারীদের উক্ত নোটিশ গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ডিমান্ড নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্ধের পক্ষে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং চার্জ পরিশোধ করার আদান জারিয়েছিলেন। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনসম্মত উত্তরাধিকারীরা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনসম্মত উত্তরাধিকারী এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্সট্রেন্ট (এনফোর্সমেন্ট) ক্লস, ২০০১ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী নীচে উল্লিখিত তারিখে এখানে এখানে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনসম্মত উত্তরাধিকারী এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং চার্জের সাপেক্ষে হবে। সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনসম্মত উত্তরাধিকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।			
ক্র. নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতাদের নাম ২) অ্যাকটিভ নম্বর	১) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) ডিমান্ড নোটিশ গ্রহণীয় দাবির পরিমাণ	সম্পত্তির বিবরণ
১.	১) শাকরুখ খান (ঋণগ্রহীতা) এবং বদন মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) 0291675100005784, 0291675100005739 এবং 0291675100005722	১) ০৮-০৮-২০১৬ ২) ১০-১০-২০১৬ ৩) ১৯.১১.২০১৬-৭৮ টাকা (পনেরো লক্ষ এগারো হাজার দুইশো একটি টাকা এবং আঠারশ পয়সা মাত্র) ১০/০৭/২০১৬ তারিখ অনুযায়ী (০৬/০৭/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত নীলীত সুদ সহ) এবং তার সাথে ১০/০৭/২০১৬ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং আনুষঙ্গিক খরচ।	টাইলড ডিড: I-00751 তারিখ ০৭-০৩-১২ শাকরুখ খান এবং বদন মন্ডল বেগমের অস্বত্বের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, সম্পূর্ণ গ্রাউন্ড ফ্লোরে, মোজাইক ফ্লোরিং, সুপার বিল্ট-আপ এয়ারার পরিমাণ আনুমানিক ৪৯.৫ বর্গফুট কমবেশি, যাতে উক্ত ভবনের ২(দুই) টি বৈতর ভন, ১(এক) টি ডাইনিং, ১(এক) টি রান্নার ঘর এবং ২(দুই) টি টয়লেট রয়েছে, যা গ্রাঙ্গার নং ১০৪২, দক্ষিণ রয়সপুর, পুলিশ স্টেশন রিজেন্ট পার্ক বর্তমানে বাঁশদেগুি, কলকাতা - ৭০০০৭০-এ কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে ওয়ার্ড নং ১১১ এর অধীনে দক্ষিণ ১৬ পরগনা জেলায় অবস্থিত, যা সম্পর্কার এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১(এক) কঠা কমবেশি জমির উপর নির্মিত, ২৪ সাথে দাঁড়িয়ে থাকা ভিনকলা ভবন সহ, মৌজা-বর্নাদেগুি, জেলা কালেক্টরেট জোজি নং ৬৩ এবং ৬৪, জে.এল.৪৪, আর.এস. নং ৩৬১, সাবেক খতিয়ান নং ৫১৬ এবং হাল খতিয়ান নং ১০৩৩, সাবেক এবং হাল দাপ নং ১৪০১ এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পর্কারি নিম্নলিখিতভাবে বৈধিত এবং সীমাবদ্ধ: উত্তরে: আর.এস. দাপ নং ১৪০২ ছাড়া; দক্ষিণে: আর.এস. দাপ নং ১৪০২ ছাড়া; পূর্বে: আর.এস. দাপ নং ১৪০১ ছাড়া; পশ্চিমে: ৬ ফুট চতুর্ভুজ সাধারণ পথ এবং আর.এস. দাপ নং ১৪০১ ছাড়া।
তারিখ: ২০.১০.২০১৬ স্থান: কলকাতা		স্বা/ অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী	

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্তোপিয়া'র সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা, পিন-৭০০০১৭, মোবাইল নং ৭৯৮০১৬২০২৫৩ এবং ৭৯৮০৩৫১৫১২

ওয়েবসাইট:-www.idbibank.in, সিআইএন: L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)] দখল বিভ্রান্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যাক্ট রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্সট্রেন্টস অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) এর অধীনে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্সট্রেন্ট (এনফোর্সমেন্ট) ক্লস ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইন, ২০০২ এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নীচে অ্যাকটিভগুলির বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনসম্মত উত্তরাধিকারীদের উক্ত নোটিশ গ্রাণ্ডিও তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ডিমান্ড নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্ধ এবং তার উপর পরবর্তী সুদ, খরচ এবং চার্জ পরিশোধ করার আদান জারিয়েছিলেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনসম্মত উত্তরাধিকারীরা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনসম্মত উত্তরাধিকারী এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্সট্রেন্ট (এনফোর্সমেন্ট) ক্লস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী নীচে উল্লিখিত তারিখে এখানে এখানে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনসম্মত উত্তরাধিকারী এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং চার্জের সাপেক্ষে হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনসম্মত উত্তরাধিকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতাদের নাম ২) অ্যাকটিভ নম্বর	১) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) ডিমান্ড নোটিশ অনুযায়ী দাবিত্ব পরিমাণ	সম্পত্তির বিবরণ
১.	১) বিষ্ণু মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) এবং বদন মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) 0702675100017967 0702675100019220	১) 0৮-0৮-২০১৬ ২) ১০-১০-২০১৬ ৩) ১৯-১১-২০১৬ তারিখ অনুযায়ী ১৯,৭৮,৭৮৭.০০০ টাকা (উনিশ লক্ষ আঠার হাজার সাতশো পঁচাত্তর টাকা মাত্র) (০৮-০৮-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত নীলীত সুদ সহ) এবং তার সাথে ১০-০৮-২০১৬ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং চার্জ।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল প্রায় ০১ কঠা ১.৫ হাজার একরোষাট্টা জমির কমবেশি, যা মৌজা খোন্দাইটি, জমি নং ১২, টোলি নং ১৯৮৮, রে.সু. নং ১০১, আর.এস. খতিয়ান নং ৬২ এর অধীনে, দাপ নং ৫০ এর অন্তর্ভুক্ত, যানা- নোনাপুর, এডিসমন্ডার সোনারপুুরে একথিয়ায়ের অধীনে, জেলা- দক্ষিণ ১৬ পরগনা-এ অবস্থিত। ডিড নং: I-02188 বছর ২০১৩
২.	১) ঋণগ্রহীতা - শ্রী শেখরচাঁদ চ্যাটার্জি ২) 0329675100005234 0329675100004473	১) ১৫-০৩-২০১৫ ২) ১০-১০-২০১৬ ৩) ০৮-০৭-২০১৪ তারিখ অনুযায়ী ২৬,১৫,৫৯৮.৬ টাকা (দ্বাব্বিচ লক্ষ পনেরো হাজার পাঁচশো আটশান্নই টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা মাত্র) (০৮-০৭-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত নীলীত সুদ সহ)	হাবর সম্পত্তির সাপেক্ষে সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের স্কলর বা ও কঠা জমির উপর ছড়িয়ে রয়েছে, মৌজা - রামঝরহাটি, সিদ্ধান্ত আপাটেন্টে ১, ফ্ল্যাট নং ১০১, গ্রাউন্ড ফ্লোর, দক্ষিণ পশ্চিম দিক, এবং একটি ১০.৫ বর্গফুটের কর্ডার কার পার্কিং যা জে.এল নং -৭, ওয়ার্ড নং ১২, আনুএস দাপ ৩৩৩, এলএস দাপ নং ১৭২৬, পোা- নবপলী, পানিহাটি মিউনিসিপালিটি, থানা-খলহর, কলকাতা - ৭০০১১৩ -এ অবস্থিত। ও কঠা জমির উপর ছড়িয়ে থাকা জি-৩ অ্যাপার্টমেন্ট মিউনিসিপালিটি বৈধিত এবং সীমাবদ্ধ: উত্তরে: ১১ ফুট চতুর্ভুজ রাস্তা, নবপলী; দক্ষিণে: শ্রীমন্ডল বিহারের বাগিচা।
১.	১) পানদিত্য মুখার্জী (ঋণগ্রহীতা) এবং ঋণগ্রহীতা মুখার্জী (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) 0061675100004473	১) ১৮-০৮-২০১৪ ২) ১০-১০-২০১৬ ৩) ১১-০৪-২০১৪ তারিখ অনুযায়ী ১৫.০৪,৬৫১.০০ টাকা (পনেরো লক্ষ চার হাজার নব্বইশ টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে ১০-০৪-২০১৪ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং চার্জ।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক ফ্ল্যাট যা ৩য় ফ্লোরের উপর পশ্চিম ফ্লোর ফ্ল্যাট নং ৩বি, পরিমাণ প্রায় ৭৬০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট-আপ এয়ারার) এবং 'রূপাল আদাপাটেন্টে' নামে পরিচিত ভবনে জমির আনুগত্যিক অংশ সহ, যা ৮ কঠা ১২ হেক্টর কমবেশি পরিমাণের জমির উপর নির্মিত, যার মধ্যে ২ কঠা ৪০ বর্গফুট জমির আনুগত্যিক অংশের দাপ নং ৬৭৭ এর অন্তর্ভুক্ত যা আনুগত্য খতিয়ান নং ৪৮ এর সাথে সম্পর্কিত, ২ কঠা ১১ হেক্টর কমবেশি আনুগত্য এবং দাপ নং ৬৬৮ এর অন্তর্ভুক্ত যা আর.এস খতিয়ান নং ১৪১ এর সাথে সম্পর্কিত, জে.এল নং ১১ আরএস নং ২৭, টোলি নং ১৭৬ থানা খলহর, এডিসমন্ডার - বারানপুর বর্তমানে সোমপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর)-এ পানিহাটি মিউনিসিপালিটির সীমানার মধ্যে ওয়ার্ড নং ২৫, (ফেইব নং ৩০/এ দেনেন সেনে ওয়েদে হাওয়া তারপুুরে অবস্থিত যা নিম্নলিখিতভাবে বৈধিত এবং সীমাবদ্ধ: উত্তরে: রমন চন্দ্র কুসুম জমি; দক্ষিণে: ৬ ফুট চতুর্ভুজ সাধারণ পথ; পশ্চিমে: পুকুর; পূর্বে: দেনেন সেনে ওয়েদে বর্তমানে তারপুুরে রোড।

তারিখ: ১৪.১০.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পক্ষে

ইন্ডিয়ান বঁক  Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD	স্টেন্ডার্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ (এসএএমএল) ব্রাঞ্চ কলকাতা, ১৪, ইন্ডিয়া স্ট্রিট/ওয়েস্ট গ্রেড, ১ম ফ্লোর ইন্ডিয়ান ব্যাংক বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ইমেইল : sankolkolkata@indianbank.bank.in ফোন নং : (৩০৩) ২২৩১ ১৪৭১	স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট - ৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১)] এর শর্তাবলী দ্রষ্টব্য। সিকিউরিটি ইন্সট্রেন্ট (এনফোর্সমেন্ট) ক্লস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যাক্ট রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্সট্রেন্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সর্বাধিকারক এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টরদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি পাওনাদারের কাছে বন্ধক বাজা/চার্জ নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার ত্রীতে দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক, স্টেন্ডার্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ ব্রাঞ্চ কলকাতা (সিকিউরিটি ইন্সট্রেন্ট) এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে কাজ করছেন এবং 'ডিভিডেন্ড' "মেম অ্যান্ড হোল্ডিংস" "মেম অ্যান্ড হোল্ডিংস" এবং "বা কিছু আছে ডিভিডেন্ড" বিক্রি করা হবে, যা ১২.০৫.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ২৭৪,৭৮,৪৪৭.০০ টাকা (দুই কোটি সাত্ঠার দশ লক্ষ উনাত্তার হাজার চারশো সাতাশত্ঠার টাকা) এবং তার উপর ১২.০৫.২০২৪ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য দায় এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য অনুমোদিত ইন্ডিয়ানস্ট্রিট ইন্সট্রেন্ট (এনফোর্সমেন্ট) ক্লস, ২০০১ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী নীচে উল্লিখিত তারিখে এখানে এখানে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টর(দের) উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টর(দের) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্সট্রেন্ট (এনফোর্সমেন্ট) ক্লস, ২০০১ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী নীচে উল্লিখিত তারিখে এখানে এখানে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টর(রা) উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টর(দের) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্সট্রেন্ট (এনফোর্সমেন্ট) ক্লস, ২০০১ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী নীচে উল্লিখিত তারিখে এখানে এখানে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন।		

মহারাষ্ট্রে ভরা রাস্তায় পিটিয়ে খুন



মুম্বই, ২৩ অক্টোবর: দিনের আলোয় ভরা রাস্তায় এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন করছে এক ব্যক্তি! এমনই এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে মহারাষ্ট্রে। অভিযুক্ত নিজেই পরে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর গাড়ি ও খুনে ব্যবহৃত হকি স্টিক ও লোহার রড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সভাজনগরে ওই ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। একটি গাড়ি তাঁর স্কুটারে ধাক্কা দেওয়ার পর, তাঁকে হকি স্টিক ও লোহার রড দিয়ে মাথা ও মুখে আঘাত করা হয়। শহরের ব্যস্ত এলাকা সিডকোহর এলাকায় অবস্থিত রাস্তায় চকের কাছের এই হামলার ঘটনাটি ঘটে। পুরো বিষয়টাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নিহতের নাম দেবেশ দীক্ষিত। অভিযুক্তের নাম পবন পরাশর। অভিযোগ, ঘটনার সময় পরাশরের গাড়ি দেবেশের স্কুটারে ধাক্কা মারে। স্কুটার-সহ দেবেশ ছিটকে পড়ে যান। ভাইরাল ভিডিও দেখা যাচ্ছে, পড়ে থাকা দেবেশকে পরপর আঘাত করছেন পরাশর। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে দেবেশের। এরপরই স্থানীয় থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন পরাশর। তাঁকে আদালতে তোলা হবে। কিন্তু কেন তিনি এই কাজ করলেন? পুলিশ এখনও সেই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, এর নেপথ্যে সম্ভবত রয়েছে পুরনো শত্রুতা।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, দেবেশ একটি মেস চালাতেন। পাশাপাশি প্লটিংয়ের ব্যবসায় ছিল তাঁর। শোনা যাচ্ছে, পরাশরের সঙ্গে নাকি সম্প্রতি সমস্যা তৈরি হয়েছিল তাঁর। ব্যবসার গোলমাল ও পুরনো শত্রুতার জেরে এই হত্যাকাণ্ড কিনা সেই প্রশ্ন উঠছে।



কাশীর রক্ষণে লোবার তাণ্ডব, পাঁচ গোলের জয়ে আইএসএলে অপ্রতিরোধ্য ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: চার্লিস ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে চার গোলের জয়ের পর ইস্টার কাশীর বিরুদ্ধেও গোলের বন্যা বইয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। শুক্রবার পূণের বালৈওয়াড়িতে ৫-১ গোলে জিতে আইএসএলে পরপর দ্বিতীয় জয় তুলে নিল আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল। লাল-হলুদের হয়ে জোড়া গোল আকে লোবার। একটি করে গোল দানি রামিরেজ, পিভি বিষু এবং লুকাস জিলিনস্কির। ইস্টার কাশীর একমাত্র গোলাটি এসেছে লালচুংনুদার আত্মঘাতী ভুলে। সামনে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার কঠিন লড়াই। তার আগে এমন দাপুটে জয় নিঃসন্দেহে বাড়তি ভরসা জোগাবে ইস্টবেঙ্গলকে।

ম্যাচের শুরু থেকেই কাশীর রক্ষণকে চাপে রাখে ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয় মিনিটে বিপিন সিংয়ের সামনে সুযোগ এসেছিল। রশিদের শট প্রতিহত হওয়ার পর রামিরেজ বল বাড়ান বিপিনকে। কিন্তু বাঁ পায়ের শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। সেই অবস্থায় বেলুয়া বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। অষ্টম মিনিটে রশিদ ও বিষুর সঙ্গে বোঝাপড়ার পর বল পেয়ে যান রামিরেজ। গোলরক্ষক আলবিনো গেমসকে সামনে



পেয়ে তাঁর মাথার উপর দিয়ে বল ভাসিয়ে জালে পাঠিয়ে দেন স্প্যানিশ ফুটবলার। ১৬ মিনিটে ব্যবধান ছিলুণ করে ইস্টবেঙ্গল। লোবা বল নিয়ে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে বিষুকে পাস দেন। বলকে কয়েক শট নেন বিষু। গেমসের হাতে লেগেও বল গোলে ঢুকে যায়। ১৮ মিনিটে রোজেনবার্গ



গ্যারিয়েলের শট পোস্টে লাগায় সমতা ফেরানোর সুযোগ নষ্ট করে কাশী। তার পর ২১ মিনিটে বক্সের মধ্যে রামিরেজকে ফেলে দেওয়ার পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। ২২ মিনিটে নিশ্চুঁত স্পট কিকে গোল করে ব্যবধান ৩-০ করেন লোবা।

২৮ মিনিটে কাশীর হয়ে গোলের ব্যবধান

৪ নভেম্বরের মধ্যে অসম্ভব আইএফএ নির্বাচন ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে জানাল ফুটবল রাজ্য সংস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএফএ-র নির্বাচন ঘিরে তৈরি হল নতুন পরিস্থিতি। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন করা সম্ভব হচ্ছে না। আগামী ২৪ অক্টোবর স্পেশাল নিয়ামক সংস্থার পক্ষে। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে না পারার বিষয়টি ফেডারেশনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বেশ কিছুদিন আগেই রাজ্য ফুটবল সংস্থাগুলিকে ৪ নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচন শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। সেই নির্দেশের পর মনে করা হচ্ছিল, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই

আইএফএ-র নির্বাচন হয়ে যাবে। কিন্তু পূজোর মরশুমের সংস্থার প্রশাসনিক কাজকর্ম ব্যাহত হওয়ায় সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হচ্ছে না। আগামী ২৪ অক্টোবর স্পেশাল জেনারেল মিটিং বা বিশেষ সাধারণ সভা ডেকেছে আইএফএ। সেই সভার পর নির্বাচনের নিয়মকানুন তৈরি করে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে ৪ নভেম্বরের আগে নির্বাচন আয়োজন করা কার্যত অসম্ভব বলেই মনে করছে সংস্থা। এই পরিস্থিতিতে আর দেরি না করে ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে আইএফএ। পূজোর আবহে কাজকর্ম বন্ধ থাকায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করা যাচ্ছে না বলে চিঠিতে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ১৫ নভেম্বরের মধ্যে

নির্বাচন শেষ করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। এখন বিশেষ সাধারণ সভায় নির্বাচনের দিনক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় নিয়মাবলি নিয়ে কী সিদ্ধান্ত হয়, সেদিকেই নজর থাকবে বাংলার ফুটবল মহলে। এ বারের নির্বাচনকে ঘিরে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন রয়েছে। এতদিন আইএফএ-র নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল গভর্নিং বডির সদস্যদের মধ্যে। কিন্তু নতুন স্পোর্টস কোড মেনে ফেডারেশনের পরিচালনা যে পরিবর্তন এসেছে, তাতে ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বলবৎ হতে চলেছে। এবার আর শুধু গভর্নিং বডির সদস্যদের ভোটের উপর নির্ভর করবে না নির্বাচন। আইএফএ অনুমোদিত ৩০৯টি ক্লাবের প্রতিনিধিরা ভোট দিতে পারবেন।

পাশাপাশি ভোটাধিকার থাকবে প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, রেফারি এবং কোচদের প্রতিনিধিদেরও।

ফলে আগের তুলনায় নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পরিধি বাড়ছে। এতগুলি পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে ভোটার তালিকা তৈরি করা, নির্বাচনের নিয়ম চূড়ান্ত করা এবং যাবতীয় প্রশাসনিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে সময় সভার পর এই কাজগুলি শুরু হলে ৪ নভেম্বরের মধ্যে গোটা প্রক্রিয়া শেষ করা কঠিন। সেই কারণেই ফেডারেশনের কাছে সময়সীমা বাড়ানোর বিষয়টি আগাম জানিয়ে দিয়েছে রাজ্য ফুটবল সংস্থা। আনুদিকে, আইএফএ-র নির্বাচন ঘিরে সভাপতি পদেও আসছে পরিবর্তন।

আক্রান্ত ১৪ ভারতীয়কে উদ্ধারে বন্ধুত্বের বার্তা হাউথির

সানা, ২৩ অক্টোবর: বৃহস্পতিবার ইয়েমেন উপকূলে জলযানে হামলার ঘটনায় ১৪ ভারতীয় প্রাণ সংশয় হয়। শুক্রবার ইয়েমেনের ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে সকলে সুস্থ এবং নিরাপদে আছেন। বৃহস্পতিবার ইয়েমেনের ইরান সমর্থিত হাউথি বিদ্রোহীরা এক বিবৃতিতে জানায়, লোহিত সাগরের জুকার দ্বীপের কাছে একটি ইয়টকে নিশানা করেছে সৌদি আরব। ওই জলযানটিতে ছিলেন ১৪ জন ভারতীয় নাগরিক। পরে হাউথি সমর্থিত ইয়েমেনের একটি সশস্ত্র বাহিনী তাঁদের উদ্ধার করে। যদিও এই বিষয়ে সৌদি প্রশাসন মুখ খোলেনি। যদিও কার্যত বিবৃতি জারি করে দিল্লির মন পাওয়ার চেষ্টা করছে হাউথি গোষ্ঠী। এদিন ইয়েমেনের ভারতীয় দূতাবাস এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, ‘১৪ জন ভারতীয় নাগরিকই ইয়েমেনের বন্দর শহর হোদাইদার আশেপাশের অঞ্চলে নিরাপদে আছেন। আমরা



তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব রকম ব্যবস্থা নেব।’ এর আগে দূতবাস জানিয়েছিল, ১৪ ভারতীয় খোঁজ মিলছে না। তাঁদের বিষয়ে জানার চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, ইয়েমেনের এই বন্দর শহরটি বিদ্রোহী হাউথি গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ফলে স্পষ্ট যে, বিপদে পড়া ভারতীয়দের তারাই উদ্ধার করেছিল।

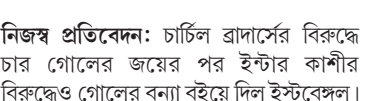
উল্লেখ্য, একই দিনে সৌদি আরবের দাম্মামের আন্তর্জাতিক

বিমানবন্দরে ড্রোন হামলায় মৃত্যু হয় ভারতীয়-সহ দু’জনের। অভিযোগ, হাউথি গোষ্ঠী ওই ড্রোন ছুড়েছিল। এরপরই পালটা ভারতীয় নাগরিকদের উপর সৌদির হামলার বিষয়টি তুলে ধরে ইরান বিদ্রোহী গোষ্ঠী। বিবৃতি দিয়ে তারা জানায়, ভয়ংকর বিপদ থেকে ভারতীয়দের তারাই উদ্ধার করেছে। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, সৌদির ‘বন্ধু’ বলে পরিচিত দিল্লির দিকে পালটা বন্ধুত্বের হাত বাড়চ্ছে হাউথিরা।

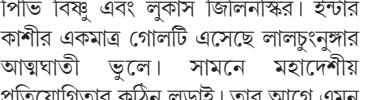
অরুণাচলে ‘সংঘাত’ নিয়ে সৌদির রাজধানীতে সব বিমান আপাতত বাতিল করল ইন্ডিগো

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর: অরুণাচল প্রদেশে ‘সংঘাত জারি’ থাকা নিয়ে আইটিবিপি প্রধানের মন্তব্য ঘিরে কেন্দ্রের উপর চাপ বাড়ছে বিরোধী দলগুলি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছ থেকে এর জবাব চেয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর দাবি, অরুণাচলে বর্তমানে কী পরিস্থিতি রয়েছে; সেই বাস্তব চিত্র দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে হবে। মৌদীকে খোঁচা দিয়ে খাড়গে বলেন “চিনকে আর ‘ক্রিন চিট’ দেওয়া চলবে না।”

বৃহস্পতিবার রাজস্থানের আলওয়ারে আইটিবিপি-র এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতার সময় বাহিনীর শৌর্য কমান্ডোদের প্রশংসা করছিলেন শত্রুজিৎ। সে সময়েই তিনি বলেন, ‘সম্প্রতি অরুণাচল প্রদেশে মুখোমুখি সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এবং তা এখনও চলছে। সেখানে আমাদের শৌর্য কমান্ডো অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন।’ কাদের সঙ্গে

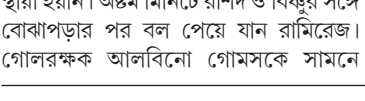


রিয়াদ, ২৩ অক্টোবর: ইরান সমর্থিত বিদ্রোহী গোষ্ঠী হাউথির সঙ্গে সৌদি আরবের সংঘাত ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ফের হামলা হয়েছে রিয়াদ বিমানবন্দরে। তাতে মৃত্যু হয়েছে এক ভারতীয়ের। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রিয়াদ-সহ সৌদির চার বিমানবন্দরে পরিষেবা আপাতত বাতিল করল ইন্ডিগো। আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সৌদির রাজধানী রিয়াদের কিং ফাহদ বিমানবন্দরে যাতায়াত করা সব উড়ান বাতিল করা হয়েছে। সৌদির অপর তিন



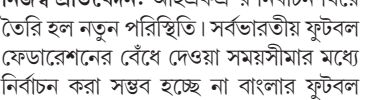
শহর জেড্ডা, দামাম এবং মদিনাতেও আগামী ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত সব বিমান পরিষেবা বাতিল করেছে তারা।

ইয়েমেনের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুথির সঙ্গে থারাবাহিক সংঘাত চলছে সৌদি। চলতি মাসে প্রায় প্রতিদিনই সৌদির সামরিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অঞ্চলকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে হুথি। হামলা হয়েছে বিভিন্ন বিমানবন্দরকে লক্ষ্য করেও। গত ১০ অক্টোবর রিয়াদের বিমানবন্দর লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র

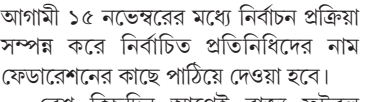


হামলা চলে। তাতে মৃত্যু হয় অন্তত ১২ জনের। কয়েক দিন আগে রিয়াদ থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে দামাম বিমানবন্দরেও হামলা হয়। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার ফের রিয়াদ বিমানবন্দরে হামলা চালায় হাউথি গোষ্ঠী। তাতে এক ভারতীয়-সহ দু’জনের মৃত্যু হয়। জখমদের মধ্যেও রয়েছেন ভারতীয়, পাকিস্তানি এবং বাংলাদেশি নাগরিকেরা।

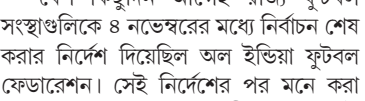
পর পর এই ঘটনাগুলির জেরে রিয়াদ এবং সৌদির অন্য



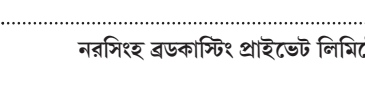
বিমানবন্দরগুলির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দানা বেঁধেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রিয়াদের বেশ কিছু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের পূর্বযোষিত কর্মসূচি স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছে সৌদি। আগামী মাসের প্রথমার্ধে রিয়াদের রাষ্ট্রসংঘের ওয়ার্ল্ড ডেটা ফোরাম এবং সৌদি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফোরামের সম্মেলনের দ্বিতীয় সংস্করণ আয়োজিত হওয়ার কথা ছিল। ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মাঝে দুই সম্মেলনই পিছিয়ে দিয়েছেন সৌদি আরবের কর্তৃপক্ষ।



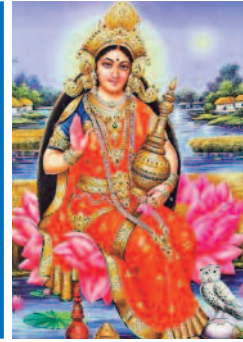
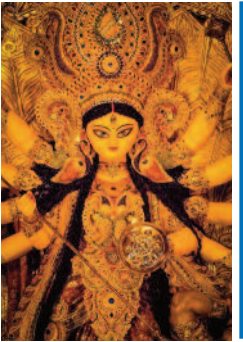
নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্ধারিত সূচি মেনে হচ্ছে না সন্তোষ ট্রফি। একই সঙ্গে পিছিয়ে গেল ছেলদের সাব জুনিয়র ন্যাশনালও। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার কারণে দেশের দুই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচিতে বদল আনতে চলেছে ফেডারেশন। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, ডিসেম্বরেই সন্তোষ ট্রফি আয়োজনের কথা ছিল। কিন্তু রাজ্য ফুটবল সংস্থাগুলির নির্বাচন এবং নতুন কমিটি গঠনের ব্যতীত রাজ্য মাধ্যম রেখে সেই প্রতিযোগিতা অনুযায়িতো আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ছেলদের সাব জুনিয়র ন্যাশনাল আয়োজনের ক্ষেত্রে ১০ জানুয়ারির পরের সময়কে বেছে নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে রাজ্য সংস্থাগুলিকে।



ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সন্তানারায়ণ ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে রাজ্য ফুটবল সংস্থাগুলিকে চিঠি দিয়েছেন। সেই চিঠিতেই প্রতিযোগিতা আয়োজনের সময়সূচি বদলের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ফেডারেশনের বক্তব্য, বর্তমানে অধিকাংশ রাজ্য সংস্থা নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে সন্তোষ ট্রফির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার জন্য ট্রায়াল আয়োজন করে দল গঠন করা তাদের পক্ষে সমসার হয়ে দাঁড়াতো পারে। তাই ডিসেম্বরের পরিবর্তে জানুয়ারিতে প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সন্তোষ ট্রফি ভারতীয়



নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএফএ-র নির্বাচন ঘিরে তৈরি হল নতুন পরিস্থিতি। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন করা সম্ভব হচ্ছে না। আগামী ২৪ অক্টোবর স্পেশাল নিয়ামক সংস্থার পক্ষে। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে না পারার বিষয়টি ফেডারেশনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বেশ কিছুদিন আগেই রাজ্য ফুটবল সংস্থাগুলিকে ৪ নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচন শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। সেই নির্দেশের পর মনে করা হচ্ছিল, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই



শনিবার • ২৪ অক্টোবর ২০২৬ • পেজ ৮

নবদুর্গা: নারীশক্তির নয় রূপে নবজীবনের সন্ধান

উজ্জ্বল কুমার দত্ত

শরতের আকাশে যখন সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়ায় এবং কাশফুলের দোলায় নদীর চর সেজে ওঠে তখন বাতাসেও ধীরে-ধীরে মিশে যায় উৎসবের মাদকতা। ভারতীয় জনজীবনে ফিরে আসে চিরন্তন আরাধনার এক পবিত্র সময়। শারদীয় নবরাত্রি কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পর্ব হিসেবে আবিস্কৃত হয় না। এই উৎসব মানুষের অন্তরলোকেও জাগিয়ে তোলে এক গভীর অনুভূতি। মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়। শঙ্খধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে চারপাশ। দেবীর চরণে অর্পিত হয় পুষ্পাঞ্জলি। অথচ এই বাহ্যিক আয়োজনের অন্তরালে রয়ে যায় আরও গভীর এক প্রশ্ন:যে নারীশক্তির আরাধনায় আমরা যুগ যুগ ধরে নতজানু হই তার প্রকৃত তাৎপর্য কতখানি উপলব্ধি করতে পেরেছি? দেবীকে শক্তির আধার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। অথচ সেই শক্তির জীবন্ত প্রকাশ যখন আমাদের ঘরের মেয়ে কিংবা মা-বোনের রূপে অথবা কর্মক্ষেত্রের সহকর্মী হিসেবে প্রতিদিনের জীবনে ধরা দেয় তখন তার মর্যাদা রক্ষা ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করি? এই আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যেই নিহিত রয়েছে নবরাত্রি আরাধনার গভীরতম তাৎপর্য।

নবরাত্রির নয়টি রাত্রি যেন জীবনের নয়টি অধ্যায়। প্রতিটি অধ্যায় আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এবং জড়তা থেকে জাগরণের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগায়। ভয়কে জয় করে সাহস অর্জন করা এবং দুর্বলতাকে অতিক্রম করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠাই এই যাত্রার মূল তাৎপর্য। ‘নব’ শব্দটি এখানে কেবল নয় সংখ্যাকে নির্দেশ করে না। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে নতুন করে শুরু করার আহ্বান। পুরোনো অভ্যাসের সীমানদ্ধতা, মনের সংকীর্ণতা, অহংকার ও অজ্ঞতার অন্ধকার অতিক্রম করে নিচের মধ্যে নতুন চেতনার জন্ম দেওয়াই নবরাত্রির অন্যতম অন্তর্নিহিত শিক্ষা।

নবরাত্রিতে দুর্গার নয়টি রূপের আরাধনার মধ্য দিয়ে নারীশক্তির বহুমুখী প্রকাশকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করা হয়। দেবীর কোনও রূপে ফুটে ওঠে ধৈর্য ও স্থিতিশীলমণ্ডাভাব। কোণ ও রূপে প্রকাশ পায় কঠোর সাধনা ও আত্মসংযম। কোথাও তিনি সাহস ও অদম্য শক্তির প্রতীক। কোথাও আবার শক্তির সৃষ্টির আদি উৎস এবং মাতৃত্বের স্নেহময় আশ্রয়। এই নয়টি রূপকে বিচ্ছিন্ন দেবীমূর্তি হিসেবে দেখলে তাদের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা কঠিন। আসলে প্রতিটি রূপ জীবনের এক একটি বিশেষ গুণ ও আদর্শের প্রতীক। সব কটি রূপের সম্মিলিত তাৎপর্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় এমন এক জীবনবোধ, যা মানুষকে আত্মশক্তি, আত্মবিশ্বাস ও মানসিকতার পথে এগিয়ে যেতে শেখায়। সেই অর্থে নবরাত্রি কেবল দেবীর আরাধনার উৎসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে ওঠে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে চিনে নেওয়ার এবং জীবনকে আরও সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও অর্থবহ করে তোলার এক অনন্য সাধনা।

পুরাণের পাণ্ডায় দেবী দুর্গার আবির্ভাবের কাহিনি সেই ক্রমশঃকেই অন্য মাত্রা দিয়েছে। অসুরের শক্তিতে যখন দেবতার পরাজিত, যখন অন্যা্য ও ঔদ্ধত্যের সামনে প্রতিষ্ঠিত শক্তিগুলিও অসহায়, তখন দেবতাদের সম্মিলিত বেজ থেকে আবির্ভূত হন মহাশক্তি। তিনি একাধারে কোমল ও কঠোর, স্নেহবয়ী ও দুর্জয়, সৃষ্টির উৎস এবং অশুভের বিনশকগণী। এই কাহিনিকে কেবল আলৌকিক যুদ্ধের বিবদ্য হিসেবে পড়লে তার গভীর তাৎপর্য অধরা থেকে যায়। অসুর এখানে মানুষের অন্তরের লেভ, ক্রোধ, হিংসা, অহংকার, প্রতিহিংসা ও ক্ষমতার অপব্যবহারেরও প্রতীক। সেই অর্থে দেবীর যুদ্ধ বাহিরের শত্রুর বিরুদ্ধে যতখানি, মানুষের নিজের ভিতরে জমে থাকা অন্ধকারের বিরুদ্ধেও ঠিক ততখানি। দেবীর নয়টি রূপ তাই আত্মগুন্ডি ও আত্মজাগরণের মাত্রি পৃথক দর্জজ খুন্মে দেয়।

নবরাত্রির প্রথম দিনে পূজিতা হন দেবী শৈলপুত্রী। তার নামের মধ্যেই পরিচয়ের গভীর তেলপুর্ন নিহিত। ‘শৈল’ অর্থ পর্বত এবং ‘পুত্রী’ অর্থ কন্যা। সেই অর্থে শৈলপুত্রী হলেন পর্বতকন্যা। পুরাণকথায় তিনি হিমালয়ের কন্যা পার্বতী।



এই নাম। সিংহবাহিনী এই দেবীর রূপে সৌন্দর্য ও বীরত্ব পাশাপাশি অবস্থান করে। দশভুজা দেবীর হাতে থাকে নানা অস্ত্র; তাঁর উপস্থিতি যুদ্ধের জন্য যেন ঘুমিয়ে থাকা সাহসকে জাগিয়ে তোলে, অন্যা্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আহ্বান জানায়। তবে চন্দ্রঘণ্টার তাৎপর্য কেবল যুদ্ধজয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর মধ্যে রয়েছে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সংযমের সমন্বয়। জীবনে এমন সময় আসে, যখন নীরবতা দুর্বলতার পরিচয় হয়ে দাড়ায়। অন্যা্যের সামনে তখন দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ জানানো জরুরি। চন্দ্রঘণ্টা সেই সাহসেরই প্রতীক, যে সাহস ক্রোধের অন্ধতায় পথ হারায় না, ন্যা্যের পক্ষে দাঁড়ানোর শক্তি জোগায়।

নবরাত্রির চতুর্থ দিনে পূজিত হন দেবী কুম্ভাণ্ডা। তাঁকে ঘিরে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে সৃষ্টির সূচনালয়ের এক অপূর্ব আখ্যান। যখন চারদিকে বিরাজ করছিল নিঃসীম অন্ধকার এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনও দৃশ্যমান অস্তিত্ব ছিল না, তখন দেবীর মৃদু হাসি থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল বলে পুরাণে কথিত আছে। দেবীর সেই মৃদু হাসি যেন সৃষ্টির প্রথম আলো। এই আখ্যানের মধ্য দিয়ে কুম্ভাণ্ডা হয়ে উঠেছেন বিশ্বজগতের সৃজনশীল প্রাণশক্তি ও নবজীবনের প্রতীক।

দেবী কুম্ভাণ্ডার রূপ অষ্টভুজা। তিনি সিংহের পিঠে আসীন। তাঁর আট হাতে শোভা পায় জপমালা, অমৃতকলস, পদ্ম, ধনুক, বাণ, চক্র ও গদার মতো নানা প্রতীকী অস্ত্র ও উপকরণ। প্রতিটি উপকরণের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শক্তি, সাধনা, জীবনরক্ষা ও সৃষ্টির তাৎপর্য। তাঁর দেহের দীপ্তিকে তুলনা করা হয় সূর্যের উজ্জ্বল আলোর সঙ্গে। যেমন সূর্যের আলো পৃথিবীকে প্রাণময় করে তোলে তেমনই দেবী কুম্ভাণ্ডার আরাধনা মানুষের মনে জাগিয়ে দেবী সৃষ্টির প্রতি আস্থা এবং জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

এই পুরাণকাহিনির সাহিত্যিক তাৎপর্যও গভীর। এখানে সৃষ্টির সূচনা ঘটেছে দেবীর এক কোমল হাসির মাধ্যমে। এই কল্পনার আলোকে আমরা মনে করতে পারি যে, সৃষ্টির শক্তি সব সময় প্রবল প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। কখনও একটি ছোট ভাবনা নতুন পথের সন্ধান দেয়। কখনও স্নেহমাখা একটি কথা ভেঙে পড়া মনকে সাহস জোগায়। আবার সামান্য সহমর্মিতাও হতাশার অন্ধকার আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে পারে। দেবী কুম্ভাণ্ডা যেন সেই চিরন্তন সত্যেরই প্রতীক। জীবনে অন্ধকার যত গভীর হোক না কেন মানুষের সৃজনশীল চিন্তা, মনের শক্তি ও নতুন করে শুরু করার সাহস তাকে অতিক্রম করার পথ দেখাতে পারে। তাঁর আরাধনা তাই কেবল দেবীবন্দনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তা হয়ে ওঠে হতাশার আবরণ সরিয়ে অন্তরের আলো আবিষ্কার করার এবং সেই আলোয় জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলার এক গভীর প্রেরণা।

পঞ্চম দিনে আরাধিত হন স্কন্দমাতা। তাঁর কোলে সন্তান স্কন্দ, যিনি কার্তিকেয় নামেও পরিচিত। মাতৃত্বের স্নেহ, আশ্রয় ও আত্মতাগ এই দেবীর রূপে এক অপূর্ব মর্যাদা লাভ করেছে। তিনি পদ্মাসনা। তাঁর চার হাতে পদ্ম ও অন্যান্য প্রতীক; এক হাতে সন্তানকে আগলে রেখেছেন। কিন্তু স্কন্দমাতার তাৎপর্যকে কেবল সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে তাঁর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। মাতৃত্ব এখানে ভবিষ্যৎকে লালন করার প্রতীক। একটি শিশুর মধ্যে যে আগামী পৃথিবী বাস করে, তাকে সৃষ্টি, স্বাধীন ও মানবিক করে গড়ে তোলার দায়িত্ব মায়ের পাশাপাশি সমগ্র সমাজের। যে মা সন্তানের হাত ধরে প্রথম হাঁটতে শেখান, তিনিই আবার তাকে একদিন নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সাহস দেন। আশ্রয় দেওয়া এবং স্বাধীনতার পথ খুলে দেওয়া;এই দুইয়ের ভারসাম্যেই মাতৃত্বের মহিমা।

স্কন্দমাতার আরাধনার অন্তর্নিহিত শিক্ষা হলো নারীকে তাঁর মাতৃত্বস্নেহের জন্য শ্রদ্ধা জানানোর

পাশাপাশি তাঁর স্বতন্ত্র সত্তা, নিজস্ব ইচ্ছা ও স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া। নবরাত্রির এই প্রথম পাঁচ রূপের মধ্যে আমরা দেখতে পাই এক ধারাবাহিক যাত্রা। শৈলপুত্রীর দৃঢ়তা থেকে ব্রহ্মচারিণীর সাধনা, চন্দ্রঘণ্টার সাহস থেকে কুম্ভাণ্ডার সৃষ্টিশীলতা এবং স্কন্দমাতার মাতৃত্ব থেকে ছবিযং নির্মাণের প্রত্যায়। এই প্রতিটি রূপ মানুষের জীবনের কোনও-না-কোনও মৌলিক গুণকে আলোকিত করে। দেবীর মূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বালানোর মূহুর্তে এই গুণগুলির কথা যদি আমাদের মনে জেগে ওঠে, তবে পূজার অর্থ আরও গভীরতর হয়। কারণ দেবী কেবল মন্দিরের বেদিতে প্রতিষ্ঠিত নন; তিনি মানুষের বিবেক, সাহস, সৃজনশীলতা ও ভালোবাসার মধ্যেও প্রতীকীভাবে উপস্থিত।

নারীশক্তির এই আরাধনা আজকের সমাজে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। একদিকে আমরা দেবীকে শক্তির আধার হিসেবে বন্দনা করি। অন্যদিকে বাস্তব জীবনে বহু নারীকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়। এই বৈপরীত্য উপলব্ধি করা জরুরি। উৎসবের আলো তখনই সত্যিকার অর্থে সার্থক হয়ে ওঠে যখন তার দীপ্তি মন্দিরের টোহদি পেরিয়ে সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়ে। কন্যাশিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা, নারীর শ্রমের যথাযথ মূল্য দেওয়া এবং কর্মক্ষেত্রে সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এই শ্রদ্ধাবোধেরই অঙ্গ। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া এবং হিংসামুক্ত জীবনের নিশ্চয়তা প্রদানও নারীশক্তির প্রতি প্রকৃত সম্মানের বাস্তব প্রকাশ।

নবদুর্গার প্রতিটি রূপের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে মানুষের আত্মসমীক্ষার এক একটি দিক। দেবীর মহিমা বন্দনা করতে গিয়ে আমরা যেন নিজদের জীবন ও সমাজের চেহারাটিও নতুন করে চিনতে

শিখি। আমাদের সাহস কি অন্যা্যের প্রতিবাদের মতো দৃঢ়? আত্মসংযম কি সকটের মূহুর্তে সঠিক

পথ বেছে নিতে সাহায্য করে? সৃষ্টিশীলতার আনন্দ কি সংকীর্ণ মানসিকতার চাপে হারিয়ে যাচ্ছে? ভালোবাসার আড়ালে কি কোথাও অন্যের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে? এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার মধ্যেই নবরাত্রির প্রকৃত তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। দেবীর আরাধনা তখন জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে ওঠে। মানুষের চিন্তা ও আচরণে শুভবোধের বিকাশ ঘটিয়ে নিজেকে আরও উদার ও মানবিক করে তোলার সংকল্পই হয়ে ওঠে এই উৎসবের গভীরতম তাৎপর্য।

শারদীয় নবরাত্রি তাই নয়টি বৌীর আরাধনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এই উৎসব হয়ে ওঠে মানুষের অন্তরে নয়টি মহৎ গুণ জাগিয়ে তোলার সাধনা। নবদুর্গার প্রতিটি রূপ আমাদের শক্তির এক একটি নতুন অর্ঘ্যের সন্ধান দেয়। প্রকৃত শক্তি কেবল প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার মধ্যে নিহিত নেই। নিজের দুর্বলতাকে চিনে তাকে জয় করা, অন্যা্যের সামনে নির্ভয়ে দাঁড়ানো এবং সৃষ্টির আনন্দে জীবনকে সমৃদ্ধ করাও শক্তিরই প্রকাশ। ভালোবাসার গভীরতা তখনই পূর্ণতা পায় যখন সেখানে অন্যের ইচ্ছা ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা অটুট থাকে। দেবী দুর্গার নয়টি রূপের মধ্য দিয়ে যে নবজাগরণের বাণী ধ্বনিত হয় তার সার্থকতা নির্ভর করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনবাধের উপর। ব্যক্তিগত আচরণ থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে এই চেতনা ছড়িয়ে পড়লেই উৎসব তার গভীর তাৎপর্য ফিরে পাবে। শরতের আকাশে ঢাকের বেল ছড়িয়ে পড়ুক দিগন্ত থেকে দিগন্তে। সেই ছন্দের সঙ্গে নারীশক্তির আহ্বানও জাগিয়ে তুলুক আমাদের অন্তরের শুভবাধ। এমন এক নতুন ভোজের প্রত্যাশায় নবরাত্রির সাধনা পূর্ণতা লাভ করুক যেখানে নারীর মর্যাদা কয়েকটি উৎসবের শিলের আনুষ্ঠানিক বন্দনায় আটকে থাকবে না। জীবনের প্রতিটি দিনেই তা সন্ধান, স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে।

(মতামত : লেখকের নিজস্ব)

লোকবিশ্বাসের আড়ালে রক্ষিত বিজ্ঞান: কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোর এক অপূর্ব মেলবন্ধন

শারদোৎসবের আলোয় ভরা আনন্দঘন দিনগুলো পার হতে না হতেই বাঙালি জীবন ফের মুখরিত হয়ে ওঠে ধান-ধান্যের দেবী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর পূজোয়। শরৎকালের এই বিশেষ পূর্ণিমা তিথি কেবল ধর্মীয় নিয়মের মধ্যেই আটকে নেই; কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোয় গভীরে লুকিয়ে আছে সুপ্রাচীন ভারতীয় প্রজ্ঞা ও বৈজ্ঞানিক সত্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। ‘ কোজাগরী ’ শব্দটির জন্ম ‘ কো জাগর্তি ’ অর্থাৎ ‘ কে জেগে আছে? ’; এই প্রশ্ন থেকে। প্রচলিত বিশ্বাস, আত্মনের নিশীথ রাতে ধনলাভী দেবী মর্ত্যে নেমে এসে আশীর্বাদ ঢেলে দেন কেবল তাঁদেরই ওপর, যাঁরা জেগে থেকে আলোয় ভরা পূর্ণিমা পালনে মগ্ন থাকেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রকৃতির নিয়মে, এই তিথিতে চাঁদ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের কক্ষপথে থাকে। ফলে আত্মনের চাঁদের আলো এক স্নিগ্ধ আলোর প্লাবনে পৃথিবীকে ভাসিয়ে দেয়। সুদূর অতীতে আয়ুর্বেদাচার্য ও ঋষিগণ চাঁদের এই নির্মল আলোর ধারাকে প্রকৃতির বড় ওষুধ হিসেবে মানতেন।

বিশেষ এই রাতে উপবাস ভাঙার পর রূপোর পাত্রে দুধ ও চাল দিয়ে ফোটানো পায়েস খোলা আকাশের নিচে রাখার নিয়মটি ছিল খুবই অর্থবহ। বাটির ভেতরের গায়ে মাখানো

নারকেলের দুধ বা তেল শরীরের ভেতরের গরম কমাতে। রূপোর রাসায়নিক অনুঘটক রূপ, দুধের ল্যাকটিক অ্যাসিড ও চালের স্টার্চের একসাথে বিক্রিয়ায় তৈরি হতো পরম পুষ্টির খাবার। চাঁদের টান ও স্নিগ্ধ কিরণ খাবারটি হজম করা সহজ করে দিত। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মতে, এই খাবার পিত্তদোষ শাস্ত করতে ও সার্বিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে বড় ভূমিকা রাখত বলেই একে ‘পরমায়’ বলা হতো। কালের নিয়মে জীবনযাত্রার ধরণ বদলেছে, সেই সাথে হারিয়ে যেতে বসেছে প্রাচীন বিজ্ঞানের এই গভীর অনুশীলনগুলো। কাজের ব্যস্ততা ও আধুনিক মানসিকতার চাপে অনেক সাদ্ধা আচার আজ কেবলই নিয়ম রক্ষার রূপ নিয়েছে। অথচ অতীতে বাঙালি সমাজে কোজাগরী পার্বণের আসল প্রাণ ছিল গৃহিণীদের নিজ হাতে গড়া নানা স্বাদের নাড়ু, মুড়ি-মুড়কির মোয়া ও ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি। দুর্গাপূজোর দিনকয়েক পর থেকেই ঘরের কোণে গুরু হতো মা-ঠাকুমাদের উৎসবের প্রস্তুতি।

চালের গুঁড়ো, তিল, গুড় আর নারকেলের গন্ধে ভরে উঠত পুরো বাড়ি। বর্তমান মূল্যবৃদ্ধি, ভেজাল জিনিসপত্রের দাপট এবং একান্নবতী পরিবার হেঁচুে ছোট পরিবার হয়ে যাওয়ার কারণে ঘরোয়া আয়োজনের সেই খেঁকিও আজ অনেকটাই হ্রান। পায়েস তৈরির মতো



নারকেলের নাড়ু বানানোর পেছনেও কাজ করত আয়ুর্বেদের অপূর্ব রসায়ন। নারকেল কোড়ার সাথে মিশিয়ে দেওয়া হতো জয়ফল, ছোট এলাচ এক কপূরের মতো ভেষজ মশলা, যা নাড়ুকে কেবল সুস্বাদুই করত না, বরং স্বাস্থ্য পরিবর্তনের এই সময়ে শরীরকে রোগমুক্ত রাখার ওষুধ হিসেবে কাজ করত। আজ সময়ের টানাটানিতে ঘরে তৈরি নাড়ুর জায়গা দখল করেছে বাজার থেকে কেনা অতিরিক্ত চিনি মেশানো কৃত্রিম মিষ্টি, যার ফলে নাড়ু বানানোর মূল স্বাস্থ্যগত উদ্দেশ্য ও গুণের মাহাত্ম্য দুটোই নষ্ট হচ্ছে। বাংলায় এই নাড়ুর বৈচিত্র্যে যেমন জড়িয়ে আছে কৃষিসংস্কৃতির ইতিহাস, তেমনই লক্ষ্মীপূজোর ঊর্দিষ্ট চাঁদকে পূজো দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। বাইরের নিয়ম বা আচারের তফাত থাকলেও, লক্ষ্মীপূজোয় কলাগাছের খোড় দিয়ে তৈরি নানাবিধ মূর্তি বা নকশা বাংলার এক অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

নদীমাতৃক গ্রামবাংলায় খোড় কেটে তৈরি করা হতো সুন্দর ‘ডিঙি’ বা ছোট নৌকা, লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ, পেঁচা এবং ছোট আসন। সুপ্রাচীন ‘সপ্তডিঙা মধুকর’ এবং বাংলার সমৃদ্ধ নৌ-বাঁহিজোর কথা মনে করিয়ে দেয় এই খোড়ের নৌকা। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, খোড়ের ডিঙি সংসারে সমৃদ্ধি ও বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভের

প্রতীক। সহজলভ্য ঘরোয়া উপাদান খোড়কে শিল্পের রূপ দিয়ে প্রতিমার অনুস্ফদ করার এই নিয়ম প্রকৃতিপ্রেম ও পরিবেশবান্ধব লোকশিল্পের এক বিরল উদাহরণ। পাশাপাশি, পূর্ববঙ্গের ঐতিহ্যবাহী ‘লক্ষ্মীর সরা’ আঁকা এবং চালের বাটা দিয়ে আঁকা আলপনার ধানছড়া ও লক্ষ্মীচরণের নকশা বাংলার লোকশিল্পকে বিশ্ব দরবারে এক আলোদা মর্যাদায় বসিয়েছে। ধনলক্ষ্মীর এই পূজো কেবল বঙ্গভূমির ভৌগোলিক সীমানায় আটকে নেই; ভারতের বহু রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে ও নিয়মে এই পূর্ণিমা পালিত হয়। ওড়িশায় এই তিথিতে কুমারী মেয়েরা কার্তিকের পূজো করেন, আবার গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে চালের গুঁড়ো, নারকেল ও দুধের বিশেষ নৈবেদ্য তৈরি করে উদ্দিষ্ট চাঁদকে পূজো দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। বাইরের নিয়ম বা আচারের তফাত থাকলেও, প্রকৃতির ভালো রূপ এবং বিজ্ঞানের চিরন্তন সত্যকে সম্মান জানানোই ছিল এই উৎসবগুলোর আসল সুর। দুর্ভাগ্যবশত, আধুনিক যুগে ঐতিহ্য ও বিজ্ঞানের এই গভীর সম্পর্ককে ভুলিয়ে দিয়ে উৎসবকে কেবলই দায়িত্ব পালনের গণ্ডিতে আটকে ফেলা হচ্ছে। তা না হলে, কোজাগরী পূর্ণিমার পায়েস, নাড়ু কিংবা খোড়ের শিল্পের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সুপ্রাচীন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধন নতুন প্রজন্মের কাছে অজানা থেকে যেত না।

